

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

ছাত্র বেতন দু' বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে অভিভাবকদের প্রতিবাদ সভা

শিক্ষক বার্তা পরিবেশক : ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র বেতন ২ বছরে দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। গতবার এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করার দাবি জানানো হয়েছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অভিভাবক সমিতির সভায়।

কলেজ : রেসিডেন্সিয়াল
(১ম পৃষ্ঠার পর)

নতুন পে-স্কেল চালু করা হয়। যার ফলে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বেড়ে যায়। এ কারণে প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গতবার সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্রাঙ্গণ মাঠে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ অভিভাবক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদ মমতাজ আহসানের সভাপতিত্বে সভায় কলেজের দু'শতাধিক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। সভায় উদ্বেগ করা হয়, সরকারি অর্থে পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এত বেশি বেতন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় শিক্ষাকে সহজলভ্য করার সরকারের ঘোষিত নীতির পরিপন্থী। শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে অবিলম্বে ছাত্র বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করার জন্য সভায় সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়।

২ বছর আগে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের মাসিক ছাত্র বেতন ১শ' ৯০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩শ' ৪০ টাকা করা হয়। আসন্ন ২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রবেতন ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ৫শ' ১০ টাকা এবং আগামী ২০০৪ শিক্ষাবর্ষে আরও ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ৬শ' ৮০ টাকা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সেশন চার্জ ও অন্যান্য ফিও বাড়ানোর ঘোষণা করা হয়েছে একই ধারে।

কলেজের অধ্যক্ষ সম্প্রতি বেতন, সেশন চার্জ ও অন্যান্য ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিঠি দিয়ে অভিভাবকদের জানিয়েছেন। বেতন, সেশন চার্জ ও অন্যান্য ফি বাড়ানোর কারণ সম্পর্কে চিঠিতে তিনি বলেন, বর্তমানে স্টেশনারি, ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ফুডশ, টিফিন প্রভা, উন্নয়ন সামগ্রী ও আসবাবপত্রের দাম আশেপাশে তুলনায় অনেক বেড়েছে। এ ব্যাপারে কলেজ কোনরকম ভর্তুকি পায় না। ছাত্রদের বেতন থেকে এসব ব্যয়ের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

এই চিঠিতে আরও বলা হয়, ১৯৯৭ সালে কলেজ : পৃঃ ২ কঃ ৮